A4EP এর বিবৃতি- গ্রান্ড বার্গেইন-২ এর ভবিষ্যত গতিপথ
পাশাপাশি পথ চলার এখনই সময়

ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট (World Humanitarian Summit) আলোচনা প্রক্রিয়া স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাসমূহকে বিশ্ব মানবিক কর্মকান্ডে (World Humanitarian System) তাদের অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় পর্যায়ে এর প্রভাব সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে। ২০১৬ সালের ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট (World Humanitarian Summit) প্রস্তুতির অংশ হিসেবে, হিউম্যানিটারিয়ান ফাইনান্সিং (Humanitarian Financing) এর উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল মানবিক পর্যায়ে অর্থায়নের ক্ষেত্রে যে বিভেদ/ ব্যবধান রয়েছে তা কমিয়ে আনতে কিছু সুপারিশ করেছে। তাদের রিপোর্টে চাহিদার মাত্রা কমিয়ে এনে কিভাবে মানবিক কর্মকান্ডে সম্পদ ও দক্ষতা প্রাধ্যন্য দেওয়া যায় এবং কিভাবে আরো কার্যকর বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে[১]।

গ্রান্ড বার্গেইন (Grand Bargain) হলো এমন একটি অনন্য চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি যেটি ২০১৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট চলাকালীন সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করা হয়। গ্রান্ড বার্গেইন হলো কিছু বৃহৎ দাতা সংস্থা ও মানবিক সংস্থা/ সংগঠনগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত এমন একটি চুক্তি যেখানে উভয় পক্ষ যাদের অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন তাদের প্রতি সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিতে এবং মানবিক কার্যক্রম আরো বেশি কার্যকর ও সময়োপযোগী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আগস্ট ২০২০, এলায়েন্স ফর এম্পাওয়ারিং পার্টনারশিপ (Alliance for Empowering Partnership- A4EP)) গ্রান্ড বার্গেইন এর ৬৩তম স্বাক্ষরকারী হিসেবে স্বাক্ষর করে। এলায়েন্স ফর এম্পাওয়ারিং পার্টনারশিপ (Alliance for Empowering Partnership- A4EP) এর রূপকল্প হলো এমন একটি পৃথিবী গড়ে তোলা যেখানে টেকসই, স্বাধীন ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সংস্থাগুলো এমন একটি সমাজ গঠনে কাজ করবে যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সমতা ও সামাজিক ন্যায্যতা বজায় থাকবে। বিশেষ করে, সহায়তা গ্রহণকারী দেশসমূহ ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যাতে নের্তৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের লক্ষ্য হলো, স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা সংস্থাসমূহ ও তাদের প্রতিনিধি এবং বৈশ্বিক সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের/ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সক্রিয় ও কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরি করা। তথ্য প্রদান, অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম অনুশীলন এর মাধ্যমে সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন (South-South Cooperation) আরো সংগঠিত করা এবং সংবর্ধিতকরণে একটি প্লাটফর্ম (Platform) হিসেবে কাজ করা। এছাড়া বৈশ্বিক আলোচনার বিষয় যেমন স্থানীয়করণ, অংশগ্রহণ বিপ্লব, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে বিভিন্ন গবেষণা, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, ও এ্যাডভোকেসি কৌশলগুলোগু নিয়ে কাজ করা।

গ্রান্ড বার্গেইন-২ এর ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনায় A4EP (Alliance for Empowering Partnership) সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান সুস্পষ্ট করার জন্য এই লেখাটি / প্রবন্ধটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ফ্যাসিলিটেশন গ্রুপ, মন্ত্রীবর্গ, নীতি ও স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠান যারা গ্রান্ড বার্গেইনের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশকে সমর্থন করে তাদের উদ্দেশ্যই মূলত এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। ভবিষ্যতের গ্রান্ড বার্গেইন আলোচনায় যে সকল বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্তি ও অধিক প্রাধ্যান্য দেওয়া উচিত সেই সকল বিষয়সমূহ এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

পরিবর্তন আনো যেন স্থানীয় সংস্থাগুলো তাদের দেশে দুর্যোগে আক্রান্ত নাগরিকদের আরো কার্যকর সহায়তা প্রদান করতে পারে

অন্যায্যতা থেকে নায্য ও ঔপনিবেশিকতাহীন মানবিক কার্যক্রম গ্রহণ করা

প্রয়োজনের তুলনায় মানবিক সহায়তা কমে যাওয়া নিয়ে A4EP (Alliance for Empowering Partnership) এর সসস্যবৃন্দ, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উদ্বিগ্ন। গোবাল হিউম্যানিটারিয়ান ওভারভিউ (GHO)-২০২১[২] এ বলা হয়েছে যে , মানবিক সহায়তা প্রয়োজন এমন লোকের সংখ্যা ২০২১ সালে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালে যেখানে মানবিক সহায়তা প্রয়োজন এমন লোকের সংখ্যা ছিল ১৬৭.৫ মিলিয়ন যা ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৩৫.৪ মিলিয়ন। তবে হ্যাঁ, এই ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কোভিড-১৯ একটি অন্যতম কারণ হতে পারে। সার্বিকভাবে ২০১৯ ছাড়া মানবিক চাহিদা দরকার এমন লোকের সংখ্যা প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচের টেবিলে গত কয়েক বছরের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হলো।

---

[1] https://reliefweb.int/report/world/high-level-panel-humanitarian-financing-report-secretary-general-too-important-fail

[2] https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2021-enarfres

Year	People in Need	People to receive aid	Funding required
GHO 2020	167.6 million (▲ 2[illegible].3%)	108.8 million (▲ 1[illegible].2%)	$28.8 billion (▲ 3[illegible].5%)
GHO 2019	131.7 million (▼ [illegible]9%)	93.6 million (▲ [illegible]0%)	$21.9 billion (▼ [illegible]7%)
GHO 2018	135.7 million (▲ [illegible]5%)	90.9 million (▼ [illegible].0%)	$22.5 billion (▲ [illegible]4%)
GHO 2017	128.6 million (▲ [illegible]6%)	92.8 million (▲ [illegible].9%)	$22.2 billion (▲ 10[illegible]4%)
GHO 2016	125.3 million (▲ 6[illegible].8%)	87.6 million (▲ 5[illegible].3%)	$20.1 billion (▲ 2[illegible].6%)
GHO 2015	77.9 million	57.5 million	$16.4 billion

আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু স্বাক্ষরকারী সংস্থা মানবিক সংকট নিরসনে আলোচনার টেবিলে আছেন আবার একই সাথে ভূমিকা রাখছে মানবিক সংকট পরিস্থিতির তৈরি করতে কারণ তারা সম্পর্থন দিচ্ছে কতৃত্ববাদী সরকারগুলোকে বিশেষ করে অস্ত্র বিক্রি করার মাধ্যমে এবং/ অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে , যা প্রকৃতপক্ষে বেসামরিক জনগণের সাথে প্রতারণার সামিল। এক্ষেত্রে ইয়েমেনের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, যদিও এররকম আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে। আমরা দেখতে পাই, জাতিসংঘের অনেক এজেন্সিই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোযোগ দিচ্ছে মানবিক সহায়তা চাহিদার মেটানোর জন্য অধিক অনুদানের প্রতি, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো মানবিক চাহিদাগুলোর কমে যাওয়ার জন্য কার্যকরি ও টেকসই সমাধান করা যায় এই ব্যাপারে তাদের মাঝে সমান রাজনৈতিক প্রচেষ্টা দেখা যায় না। এটা খুব উদ্বেগের ব্যাপার যে, বিভিন্ন বহুজাতিক এজেন্সির প্রধান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন সেইসকল তথাকথিত দেশসমূহকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অনুদান/ সাহায্য প্রদানের জন্য, অথচ সেই সকল দেশসমূহই কিনা এই মানবিক সংকট সৃষ্টির পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

অথচ তাদের উচিত ছিলো, সেই সকল দেশসমূহকে সংকট তৈরির পেছনে দায়ী করে আলোচনার ও মীমাংসার টেবিলে বসার জন্য রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে চাপ দেওয়া। এর ফলে দেখা যায়, তাদের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বা অন্তর্ভুক্তি ও কতৃত্ববাদী সমর্থন সংকট দূর করা বা প্রশমন করার পরিবর্তে আরো ঘনীভূত করে। সুতরাং সমস্যা ও সংকট দূরীকরণে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে এবং জবাবদিহিতা তৈরি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে, রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা ও টেকসই সমাধান প্রতিষ্ঠায় তাদের আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। অধিকন্তু দেখা যায়, মানবিক সাহায্য প্রদানের পরিকল্পনা ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতার মূলনীতি মানা হয় না । এর ফলে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় সংস্থাদের সরাসরি তথবিল দেওয়া না হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বহাজাতিক এজেন্সিকে সরাসরি মানবিক কর্মকান্ড অপারেশন/ পরিচালন করার বৈধতা প্রদান করা হয়। তাই বর্তমানে যে উপায়ে তহবিল প্রদান করা হয় তা ক্ষমতার সমতা আনয়নের পরিবর্তে ভারসাম্যহীনতা ও অসামাঞ্জস্যতাকে প্রোশ্রয় দেয়। উপনিবেশিক মনোভাব, পদ্ধতিগত/ কাঠামোগত বর্ণবাদ, বৈষম্য ইত্যাদির ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলোর ও সাধারণ জনগনের দাবি ও অনুভূতিগুলো উপেক্ষিত থাকে। মাঝে মাঝে বিষয়গুলো নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং কিছু বদ্ধমূল পক্ষপাতিত্বও করা হয়। এর ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলো সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত দেশিয় কর্মী ও আন্তর্জাতিক কর্মীরা নেতিবাচক ও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে।

সুপারিশমালা-১

ক. দীর্ঘমেয়াদি সংকটগুলো চিহ্নিত করা ও তা নিরসনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন সংস্থা প্রধানদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক আলোচনা করা।

খ. দীর্ঘমেয়াদি সংকট দূরীকরণ, উদ্বাস্তু ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমিয়ে আনা ও টেকসই সমাধানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে প্রতিশ্রুতিগুলোকে নবায়ন করা।

গ. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করা। টেকসই সমাধানে জন্য মানবিক অধিপরামর্শ (Humanitarin Advocacy) এবং রাজনৈতিক ক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

ঘ. বৈশ্বিক মানবিক সাড়াদান পরিকল্পনায় সমন্বিত কৌশল (মানবিক+ উন্নয়নমূলক+ শান্তি+ জলবায়ু) গ্রহণ করা। শুধুমাত্র ত্রাণ সহায়তা নির্ভর সাড়াদান পরিকল্পনা নিরুৎসাহিত করা।

ঙ. এইড ফ্রেমওয়ার্ক ও এর কাঠামোতে পরিবর্তন আনা। পাশাপাশি, কন্টেকচ্যুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা যেখানে স্থানীয় সংস্থা, জনগণ ও কমিউনিটির মানুষ কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে ও সমস্যা সমাধানের পথ খুজে পায়।

চ. জেন্ডার অসমতা, বর্ণবাদ, কুসংস্কার ও ভ্রান্তধারণা, বৈষম্য ও তহবিল খাতে বৈচিত্রতার অভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া।

ছ. আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্থানীয় সংস্থা ও সরকারের মঝে বিদ্যামান ক্ষমতার অসমতা দূর করতে কাজ করা।

সংকীর্ণ থেকে অধিকতর প্রশস্ত ক্ষেত্র তৈরি করা

একটি কার্যকর সমাজের অন্যতম একটি প্রধান বৈশিষ্ট হলো সেখানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ও কার্যকর নাগরিক সমাজ বিদ্যমান থাকে। বিশেষ করে এই ধরনের সক্রিয় নাগরিক সমাজকে বৈশ্বিক উত্তরের/ পাশ্চাত্য দেশসমূহে বেশ মূল্যায়ন করা হয়। তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি সমর্থন ও সহযোগিতাও প্রদান করা হয়। গ্রান্ড বার্গেইন প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরের শুরু থেকেই একটি উদ্বেগের বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক এনজিও সমূহর মধ্যে জাতীয় এনজিও হওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাশাপাশি, গ্লোবাল সাউথে তাদের অপারেশনাল/

পরিচালন কার্যক্রম বৃদ্ধি করছে, এর ফলে স্থানীয় নাগরিক সমাজের অবস্থান আরো বেশি নাজুক হয়ে যাচ্ছে। একই সাথে স্থানীয় গণতান্ত্রিক ও অধিকার আদায়ের আন্দোলনগুলো আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

এর ফলে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক সমাজকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিচ্ছে। যদিও ওয়াল্ড হিউম্যানিটেরিয়ান সামিটে ধারণা করা হয়েছিল যে স্থানীয় নাগরিক সমাজের অবস্থান আরো সুদৃঢ় এবং পরিবর্তিত হবে। এটা খুব সহজেই বুঝা যায় যে, দাতাদের একাধিক পার্টনারশীপ বজায় রাখার জন্য মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয়। যদিও ম্যাকানিজম হওয়ার ছিল পরিপূরকতার ভিত্তিতে, যেখানে কোন ধরনের সাব-কন্ট্রাকটিং থাকবে না এবং স্থানীয় সংস্থাকে শোষণ কিংবা বঞ্চিত করা যাবে না। এছাড়া স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলোর জন্য তহবিল প্রদানের জন্য মধ্যস্থতাকারীদের স্থানীয় অফিস/ প্রতিনিধি অফিস স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া যাবে না। শর্তসাপেক্ষে, আইএনজিও কনসোটিয়াম দাতাদের দ্বারা বড় বড় অনুদানগুলো স্থানীয় সংস্থাগুলোর তহবিল সুরক্ষার জন্য স্থানীয় সংস্থাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় সংস্থাগুলো কদাচিৎ উপকৃত হচ্ছে কিংবা স্থানীয় সংস্থার প্রতি কমই জবাবদিহিতার সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে।

দিনশেষে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বা তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থাকে সাইড বেঞ্চে বা উপেক্ষিত করে রাখা হচ্ছে। গ্রান্ড বার্গেইন স্বাক্ষরকারী সরকারকে বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের অংশীদারনীতি ও ব্যবস্থাকে পুনর্মূল্যায়ন/ পর্যালোচনা করতে হবে। দেখতে হবে তাদের ফ্রেমওয়ার্ক পার্টনার/ অংশীদারে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করছে। সম্পদ সংগ্রহের প্রতিযোগিতা আরো বেশি নিবিড় ও প্রশস্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ও জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো তাদের তহবিল সংগ্রহের ম্যাকানিশম ব্যবহার করে এখন দাতা গ্রহণকারী দেশগুলোতে তফবিল জোগার করছে। যখন প্রয়োজন হচ্ছে তারা নিজেদের স্থানীয় সংস্থা দাবি করছে , যেখানে তারা একই সাথে আন্তর্জাতিক তহবিল পাচ্ছে, এবং দেশিয়/ জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয়/ জাতীয় সংস্থাগুলোর সাথেও তহবিলের জন্য প্রতোযোগিতা করছে। এর ফলে, কার্যকর ও একাধিক স্থানীয় নাগরিক সমাজ এবং দীর্ঘ সময় যাবত অভিজ্ঞতা অর্জন করা সংগঠনগুলোর মাঝে এক ধরনের অস্বস্থিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো এবং তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে অনেক আঞ্চলিক কোর্ডিনেশন/ নেটওয়ার্ক শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে।

এর কারণে স্থানীয় পর্যায়ের দাবি আদায়ের কণ্ঠস্বর আরো অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়েছে কিংবা হারিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে তারা কার্যকরীভাবে অবদান রাখতে পারছে না। আইএনজিও এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো যেখানে তহবিলের গতিশীলতা বা সংগ্রহের কোন সম্ভাবনা দেখতে পায়, সেখানেই দেশে দেশ একচ্ছত্রভাবে অপারেশনাল/ পরিচালন, পলিসি এবং সম্পদের আধিপত্য তৈরি করছে। তাদের IASC (Inter-Agency Standing Committee) এর ডেফিনিশন পেপার আবারো পড়ানো উচিত যাতে করে অরাজনৈরতিকভাবে ডেফিনেশন/ সংজ্ঞা উপলব্ধি করতে পারে, এবং স্থানীয়ভাবে সুশীল সমাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে

সুপারিশমালা-২

ক. দাতারা যখন কোন আন্তর্জাতিক কন্সোটিয়াকে বড় কোন অনুদান দেয়, তখন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এর ফলে কোনভাবেই যাতে স্থানীয় অংশীদারগুলোকে/ সংস্থাগুলোকে আরো বেশি শোষণ বা বঞ্চিত করা না করা হয়।

খ. আইএনজিও গুলোর জাতীয় এনজিওতে পরিণত হওয়াকে বন্ধ করতে হবে। আইএনজিও গুলোর স্থানীয় রেজিস্টার্ড/ নিবন্ধকৃত বিদ্যামান ব্রাঞ্চগুলোকে জাতীয় নাগরিক সমাজ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তাদেরকে অবশ্যই স্থানীয় নাগরিক সমাজের সাথে পরিপূরক ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এছাড়া তাদের দায়িত্ব পরিবর্তন করতে হবে, সরাসরি পরিচালন করার প্রবনতা হতে সরে এসে স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওদের সুযোগ করে দিতে হবে।

গ. আইএনিজিও এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোকে স্থানীয় সংস্থাগুলোর রিপ্লেসিং হওয়া যাবে না। বরং স্থানীয় সংগঠনসমূহকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোর সাথে পরিপূরক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

ঘ. অনুদান গ্রহণকারী দেশগুলোতে জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয়দের দ্বারা পরিচালিত একটি পুল ফান্ড গঠন করতে হবে, যেখানে শুধুমাত্র স্থানীয় সংস্থাগুলোই তহবিল পাবে।

ঙ. অগ্রগতির পরিমাপের জন্য স্থানীয়করণ মেকার (Localization Maker) তৈরি করতে হবে।

চ. IASC (Inter-Agency Standing Committee) -তে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনা ও এবং সংশোধন করতে হবে।

ছ. IATI মূলনীতি অনুসরন করে জাতীয় পর্যায়ে একটি সহজ ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে হবে, যাতে করে সকল স্থানীয় স ংস্থা এটি ব্যবহার করতে পারে। এর মাধ্যমে খুব সহজেই দেখা যাবে, দেশের কোথায় কোথায় বেশি সাহায্য ও অনুদান প্রয়োজন।

সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহি হতে হবে

স্থানীয় সংস্থাগুলো প্রমাণ সহ উপস্থাপন করে দেখাচ্ছে যে, গ্রান্ড বার্গেইনে স্বাক্ষরকারী কিছু কিছু সংস্থা ও এজেন্সি স্বল্প মূল্যে শ্রমিক নেওয়া ও সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাগুলোকে শোষণ করছে। এমনকি পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতেও তাদের উপেক্ষিত করে রাখা হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও প্রক্রিয়াগত কারণে অনেক সময় নষ্ট করা হয়, যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে সাড়াদান করা সম্ভব হয় না, এর ফলে দুর্যোগে আক্রান্ত জনগণের কাছে স্থানীয় সংস্থাগুলোর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অংশীদাররা সরাসরি কেনাকাটায়

অংশগ্রহণ করে নির্দিষ্ট স্থানের চেয়ে অনেক দূর থেকে, এর ফলেও সময় মত সাড়াদান করা সম্ভব হয় না। এর পাশাপাশি, নিম্ন মানের পন্য ক্রয় করে সেগুলো স্থানীয় সংস্থাকে দিয়ে বিতরণ করা হয়। এর ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলোকে স্থানীয় জনগনের কাছ থেকে সমালোচনা ও অভিযোগ শুনতে হয়। যখন কোন প্রকল্প স্থানীয় সহায়তা প্রত্যাশী বা গ্রহণকারীদের চাহিদা পূরণ করতে না পারে, তখন এর দায়ভার গিয়ে বর্তায় স্থানীয় সংস্থাগুলোর উপর। এর ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলোর খ্যাতি/ সুনাম হুমকির মুখে পড়ে এবং স্থানীয় জনগণ এবং সরকারে কাছে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। এটা তাদের বুঝানো কঠিন যে, স্থানীয় সংস্থাগুলো শুধু বিতরণের কাজটি করেছে। স্থানীয় সংস্থাগুলো তাদের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অনেক ইনভেস্ট/ বিনিয়োগ করে। কিন্তু তাদের এই দক্ষতাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক সংস্থা মূল্যায়ন করে না, বরং তারা অনৈতিক ও অন্যায়ভাবে সবচেয়ে মেধাবি কর্মীদের এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এর পেছনে প্রধান কারণ হলো, আন্তর্জাতিক সংস্থা গুলো তাদের অধিক বেতন প্রদান করে থাকে, যা স্থানীয় সংস্থাগুলোর পক্ষে প্রদান করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

সুপারিশমালা-৩

ক. স্থানীয় সংস্থাগুলোর অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে, তাদের সক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে হবে। আরো অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও মর্যাদাপূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

খ. প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। ক্রয় সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রক্রিয়া মনিটরিং এর ক্ষেত্রে কমিউনিটির মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে।

গ. স্থানীয় সংস্থাগুলোকে ওভার-হেড খরচ দিতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি তহবিল প্রদান করতে হবে যাতে করে স্থানীয় সংস্থাগুলো জনসাধারণের সুবিধার্থে সঠিক সময়ে দ্রুত সাড়াদান করতে পারে।

ঘ. স্থানীয় সংস্থাসমূহের দক্ষতাকে উপেক্ষা করা বন্ধ করতে হবে। একই সাথে অধিক বেতন প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থার সবচেয়ে মেধাবী কর্মীকে ছিনয়ে যাওয়া বন্ধ করতে হবে, কারণ স্থানীয় প্রক্ষাপটে এটা খুবই বেমানান।

ঙ. পিএসইএ PSEA (Protection from Sexual Explaitation and Abuse) এর ঝুঁকি কমানো, স্থানীয়করণ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে, এবং গ্রান্ড বার্গেইনের অংশগ্রহণের বিপ্লব সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় জনগণ ও কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি এবং সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশিয় পর্যায়ের অগ্রগতি দ্রুত নিরুপন করতে হবে

গ্রান্ড বার্গেইনের গত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অগ্রগতি অনেকটাই মন্থর গতিতে হচ্ছে, এবং তথাকথিক বদ্ধমূল কাঠামো পরিবর্তন করতে সময়ের প্রয়োজন হবে। স্বল্প মেয়াদি দুই বছরের পরিকল্পনা এমন গতানুগতিক কাজ করছে, যা প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় সিস্টেমের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে পারছে না। গ্রান্ড বার্গেইনের ভলিউম-২ তে একটি দীর্ঘ মেয়াদি ও প্রতিশ্রুতির দরকার, এবং তা অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসজিডি) এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়াক অন ডিসাস্টার রিস্ক রিডাকশন এবং প্যারিস জলবায়ু প্যাক্ট এর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

গ্রান্ড বার্গেইন এর প্রতিশ্রুতিসমূহকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এবং তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পদ্ধতিগতভাবে ও পরিকল্পিপভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য একটি রোড ম্যাপ থাকতে হবে যেখানে এম এন্ড ই ফ্রেমওয়ার্ক থাকবে যাতে করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। একটি স্বাধীন মূল্যায়ন করে দেখতে হবে কিভাবে প্রতিশ্রুতি গুলোর বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি একটি স্বচ্ছ রিপোর্টিং ম্যাকানিজম হবে যা মূলত সকলকে (শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না) অগ্রগতির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে। স্থানীয় সংস্থাদের প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে এবং পাশাপাশি, রিপোর্টের সকল ধরনের পেপার ওয়ার্ক তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মিল থাকতে হবে। গ্রান্ড বার্গেইনে স্বাক্ষরকারী সবাইকে তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অভিন্ন স্টান্ডার্ড প্রয়োগ করতে হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে অনুদান বা তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক হতে হলে, সেখানে অবশ্যই তহবিল/ অনুদানের/ সাহায্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে, প্রকৃতপক্ষে কত কি পরিমাণ অনুদান/ অর্থ বিভিন্ন দেশের কমিউনিটি পর্যায়ে পৌছেছে। তাছাড়া গ্রান্ড বার্গেইনের ভলিউম-২ এ একটি শক্তিশালী উদাহরণ তৈরি করতে হবে যে, স্বাক্ষরকারীদের প্রতিশ্রুতি সমূহ দেশীয়/ জাতীয় পর্যায়ে তাদের অফিস সমূহে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। কখনো যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহলে তা বাস্তয়াবন স্বেচ্ছাসেবী না করে অবশ্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সুপারিশমালা- ৪

ক. গ্রান্ড বার্গেইন ভার্সন-২.০ এর সময়সীমা ২০৩০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হবে।

খ. সত্যিকারের অগ্রগতি অর্জনের জন্য উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় নীতিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গ. বাষ্ট্রীয় স্থানীয়করণের সার্বিক অবস্থায় পর্যালোচনা করতে হবে, এবং এর বিভিন্ন ফাঁকগুলো বের করতে হবে এবং পাশাপাশি, উত্তম অনুশীলনগুলো (Good Practice) চিহ্নিত করতে হবে।

ঘ. একটি রোড ম্যাপ ও কর্মবাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

ঙ. স্থানীয় সংস্থাগুলোর নেতৃত্বে একটি স্থানীয়করণের জন্য একটি টাস্ক-ফোর্স গঠন করতে হবে এবং তা অবশ্যই আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সমর্থন দিবে।

চ. জাতীয় পর্যায়ে অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং/ পরীক্ষণ করতে হবে।

বৈশ্বিক আলোচনায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে

সম্প্রতি বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে দাতা বা অনুদান প্রদানকারীদের মাঝে এক ধরনের কতৃত্ববাদী মনোভাব দেখা যায়। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা কিছু শক্তিশালী সংস্থার হাতে থেকে যাওয়ার ফলে তারা এক ধরনের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রান্ড বার্গেইনের ওয়ার্ক স্টিমের (Grand Bargain Work Stream) এর সহ-আহবায়করা পারস্পারিক সহযোগিতা ও অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তে গেটকিপিং এর দায়িত্ব পালন করে করেছে। বিশেষ করে, তহবিল আর্কিটেকচারে স্থানীয় সংস্থার অন্তর্ভুক্তি একবারেই নেই। যেখানে স্থানীয় সংস্থার উপস্থিতি আছে, সেখানে তাদের কথা শুনা হয় না, কিংবা তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করতে পারে না কারণ তারা সব সময়েই গনণার বাইরে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, স্থানীয় সংস্থা ও তাদের প্রতিনিধিরা , সেইখানের স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দ্বারাও বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। অনেক স্থানীয় নেতা, তা হোক পুরুষ কিংবা নারী এখন অনেক বেশি এম্পাওয়ারড এবং আরো বেশি সচেতন ও তাদের দাবি তোলার ক্ষেত্রে আরো প্রত্যয়ী। এই সকল নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আন্তর্জার্তিক সংস্থার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তাদেরকে দেওয়া তহবিল বা অনুদান ফেরত নেওয় হয়, তাদেরকে তহবিল প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হয় না, কালো তালিকায় রাখা হয় এবং উপেক্ষিত রাখা হয়। মাঝে মাঝে এই প্রতিশোধ পরায়ণতা হয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আবার মাঝে মাঝে এটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং সেগুলো কোথাও উত্থাপন এবং সমাধানও করা হয় না। এর কারণ হলো তাদের ক্ষমতা, অবস্থান ও বিশেষ সুবিধা পাওয়া।

কোর্ডিনেশন ম্যাকানিজমে / সমন্বয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর অনেক প্রতিবন্ধকতা ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময়, কোন প্লাটফর্মে যোগদান করতে হলে তার পূর্ব শর্ত দেওয়া হয় কোন নেটওয়ার্কের সদস্য হতে হবে। নেটওয়ার্কের সদস্যপদ গ্রহনের জন্য প্রয়োজন হয় চাঁদার। সাবস্কিপসন খরচ দিতে হয়, যা অনেক স্থানীয় সংস্থার পক্ষে প্রদান করা সম্ভব হয় না, কারণ তারা কোন ধরনের ওভারহেড কস্ট বা প্রশাসনিক কস্ট পায় না। সিদ্ধান্ত গ্রহোনের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ক বা অন্যান্য স্থানীয় সমন্বয় প্রক্রিয়া/নেটওয়ার্কগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়ে থাকে, অথবা একপাশে (সাইড লাইনে) থেকে যায়। স্থানীয় পর্যায়ে অধিকার বাস্তবায়নে স্থানীয়, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের সংস্থা ও তাদের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে। বিশেষ করে যারা প্রতিবন্ধী, যুবক, জেন্ডার/ লিঙ্গ নিয়ে কাজ করে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সংস্থাগুলোর সুনির্দিষ্ট অগ্রগতির জন্য অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করতে হবে। স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবানে করতে হবে। সমন্বয় হতে হবে স্থানীয় পর্যায় থেকে এবং সেখানে এটির নেতৃত্ব দিবে স্থানীয় সংস্থাসমূহ। দাতা ও এনজিও গুলোর সাথে সম্পর্ক হবে পরিপূরক এবং স্থানীয় সংস্থাদের সহযোগিতা জন্য সুনির্দষ্ট দ্বায়িত্ব চিহ্নিত করতে হবে।

সুপারিশমালা-৫

ক. স্থানীয় সংস্থা ও তাদের বিভিন্ন নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গ্রান্ড বার্গেইনের আলোচনায় আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

খ. গ্রান্ড বার্গেইনের পরিচালন পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক করতে হবে , যাতে করে এর নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে কেন্দ্রীভূত না হয়ে থাকে।

গ. স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য মতামত প্রকাশের নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তারা যাতে কোন প্রতিহিংসা বা প্রতিহিংসার স্বীকার না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঘ. তহবিল ব্যবস্থাপনা, জবাবহিতিয়া নিশ্চিত করার জন্য ন্যায়পাল গঠন করতে হবে।

নেতৃত্ব প্রদর্শন এবং কৌশলগত অংশীদার হওয়া

স্থানীয় সংস্থা ও তাদের প্রতিনিধিরা বিপাদাপন্ন অবস্থার মূল কারণ বের করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এর জন্য তাদের প্রয়োজন হয় কৌশলগত পরিকল্পনা এবং সঠিক নেতৃত্বের। সাব-কন্ট্রাটিং অনুশীলনের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থার দক্ষতা ও সক্ষমতাকে উপেক্ষিত করা হয়। স্থানীয় সংস্থাগুলোকে বুদ্ধিভিত্তিক, চিন্তার স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে করে তারা এটি উদ্ভাবনী কাজে লাগাতে পারে, এবং কারিগরী উন্নয়নে স্থানীয় মেধা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগাতে হবে। স্থানীয় সংস্থাদেরকে চিন্তা, উদ্ভাবন আরো বেশি প্রো-এক্টিভ হতে সময় দিতে হবে। স্থানীয় সংস্থা সমূহকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে, এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহারে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাদের এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, স্থানীয় সংস্থার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। পাশাপাশি সংস্থার মিশন, ভিশন ও মূল্যাবোধ পালনে সহায়তা করত হবে যাতে করে তারা ভালোভাবে কমিউনিটির মানুষের সেবা প্রদান করতে পারে ।

সুপারিশমালা-৬

ক. কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে কাজ শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, একই সাথে কমিউনিটির বিপাদাপন্নতা ও দুর্দশার মূল কারণ অনুসন্ধান করে কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হবে কৌশলগত চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা ও দক্ষ নেতৃত্ব।

খ. আন্দোলন ও দাবিগুলোকে গতিশীল করার জন্য সেগুলোকে সমর্থন করতে হবে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে গ্রান্ড বার্গেইনের প্রতিশ্রুতিসমূহ ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে আরো বেশি সচেতনামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।

গ. একটি কার্যকর যোগাযোগ কৌশল গঠন করতে হবে এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে।

ঘ. সম্পদের পুল তৈরি করা এবং কল্যাণের জন্য সৌহার্দ্য স্থাপন করা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া। নিজেদের জবাবদিহিতা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা এবং সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

ঙ. স্থানীয় সংস্থাগুলো যাতে একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে, সে জন্য একটি সিস্টেম তৈরি করতে হবে। যৌথ উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের স্থানীয় সম্পদ সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে। সাউথ-সাউথ নাগরিক সমাজের সমন্বয় প্রক্রিয়াকে (South–South CSOs Cooperation) সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি তাদের সম্পদের উপনিবেশ অথবা বুদ্ধিভিত্তিক চর্চাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি সিস্টেমও তৈরি করতে হবে।

Members of the Alliance for Empowering Partnership

Website: www.A4EP.net Twitter: @A4EP2

Contact numbers of Persons for further information:

Singh, Sudhanshu S, Chief Executive Officer, Humanitarian Aid International, India, Email: sssingh@hai-india.org Mobile: +91 9953 163 572 https://hai-india.org/	Patel, Smruti: Director, Global Mentoring Initiative, Switzerland email: spatel@gmentor.org Tel: +41 79 561 4749 www.gmentor.org

------/------